”সায়ন্তন : সুপ্রিয়া নিকেতন ফাউন্ডেশন” একটি অলাভজনক প্রবীণ-হিতৈষী ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান। ষাট বছরের ওপরে যাঁরা জীবনের গোধুলিতে পা ফেলেছেন তাঁদের সাময়িক বিরাম ও বিনোদনের জন্য ঢাকার কাছেই একটি স্থাপনার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু।

সায়ন্তনের মূল লক্ষ্য প্রবীণদের জন্য খণ্ডকালীন অবকাশ যাপন ও বিরাম, বিশ্রাম-ভরা বিনোদনের ব্যবস্থা করা। মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার কথা সবাই উপলব্ধি করে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সময় কাটিয়ে, গান বাজনা করে, খেলাধুলা করে, নানা রকম আমোদ-প্রমোদ ও কৌতুক করে, সকল ব্যস্ততার মধ্যে একটি ভারসম্য রাখার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত। পরিণত বয়স্কদের জন্যেও এর প্রয়োজন একই রকম, হয়ত একটু বেশিই। হাতে তখন তেমন একটা কাজ থাকে না, সাংসারিক দায়িত্ব অনেকটা কমে আসে বলে অনেকের জন্যে সময় কাটানোই দায় হয়ে পড়ে। অনেকে আবার সংসারে তেমন দায়িত্ব না থাকায় অবহেলার শিকার হন। অথবা তারা নিজেরাও নিজেদের দিকে তাকাবার সময় পান না।

সেই সময় মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে তাদের আরাম-বিরাম-বিরতির প্রয়োজন বাড়ে। “সায়ন্তন” তাদের জন্য এই সুযোগটি তৈরি করার চেষ্টা করেছে, বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণদের পরামর্শ নিয়ে। এক কথায় সায়নন্তের মূলমন্ত্র হচ্ছেঃ প্রবীণদের জন্যে ’প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন থেকে সাময়িক পলায়ন’-এর সুযোগ তৈরি করা।

SAYANTAN

সায়ন্তনের ব্যবস্থাপনাঃ

সায়ন্তনের কার্যক্রম একটি ট্রাস্টি পরিষদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সায়ন্তনের পরিচালনা ও এর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সায়ন্তন ফাউন্ডেশন প্রাথমিকভাবে ঢাকার অদূরে অবস্থিত ও বিশেষভাবে তৈরি দুটি ভবন ও তৎসংলগ্ন অনেকখানিক জায়গা ব্যবহারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। ভবন দুটির একটি "মূল ভবন" এবং অন্যটি "অ্যানেক্স ভবন"। দুটি ভবনের উদ্দেশ্য এক, প্রবীণদের জন্যে আনন্দ-বিনোদনের ব্যবস্থা করা, তবে ব্যবহার ভিন্ন।

মূল ভবনটি দুধরনের কাজে ব্যবহার হতে পারে। এক, সাময়িক অবকাশ যাপনের জন্য প্রবীণরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একা কিংবা পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এখানে অবস্থান করতে পারবেন। একদিন বা কয়েক দিন ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে হইহুল্লোড় করে প্রাণবন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন। কেউ বা আবার বন্ধু বা কাছাকাছি বয়সের সঙ্গীদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দিয়ে গান, বাজনা করে, ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ফিরে যাবেন নিজ আলয়ে। সবার জন্য থাকছে খোলা হাওয়ায় ঢেউ খেলানো মাঠে গাছপালার ঘন বিনুনি-ঘেরা শ্যামল প্রকৃতির মাঝে আনন্দ ভ্রমণ। লাগোয়া একটি অংশে বেক্সিমকো শিল্প এলাকা, অন্যদিকে সীমানা ধরে ওসমান কায়সার চৌধুরীর নয়নাভিরাম বিশাল বিস্তার। তার ভেতরেই একটা ছোট গল্ফকোর্স। এর মাঝে খেত-খামার, পুকুর, আঁকা-বাঁকা পায়ে চলার পথ স্থানটিকে আরো সুন্দর করে তুলেছে।দুই, ভবনটির ব্যবহার আরো নানা ধরনের হতে পারে। যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তাদের সদস্যদের কয়েকদিন থাকার জন্যেও ভবনটি ভাড়া নিতে পারবে। যে কোন কর্পোরেট অফিস, এনজিও বা সে ধরনের অন্যান্য সংস্থাও তাদের বৈঠক, সেমিনার বা কনফারেন্স-এর কাজে আবাসিক বা অনাবাসিক ভিত্তিতে ভাড়া নিতে পারবে।

ভবনটিতে তাদের জন্য আটটি শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থাসহ কনফারেন্স হল, ইন্টারনেট, ওয়াই-ফাই এবং সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ারটেকার, রাঁধুনি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। সায়ন্তনে সরাসরি কোনো চিকিৎসা সুবিধা না থাকলেও নিকটেই ফজিলাতুননেসা হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ আছে।

উল্লেখ্য যে, মূল ভবনের আয়ের সম্পূর্ণটাই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যবহার হবে, বিশেষ করে পাশের অ্যানেক্স ভবনটির খরচ নির্বাহের জন্যে। অর্থাৎ, যাঁরা অর্থের বিনিময়ে সায়ন্তনের মূল ভবনের ব্যবস্থাসমূহ উপভোগ করবেন তাঁদের অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে সায়ন্তনের যেসব অতিথিরা বিনা খরচায় অ্যানেক্স ভবনে বিরতি যাপনের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তাঁদের খরচ নির্বাহ হবে।

অ্যানেক্স ভবনটি মূল ভবনের পেছনে অবস্থিত। এখানে এককালীন দশজন প্রবীণ মহিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে বিনা খরচায় কিছু দিন অবকাশ যাপন করতে আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন। তাঁরা নিজ উদ্যোগে, পরিবারের উৎসাহে, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব/সংস্থার উদ্যোগে সায়ন্তনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আসবার ব্যবস্থা করবেন।

এঁদের অবকাশ যাপনের প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট পরিবার, প্রস্তাবক সংস্থা ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে তৈরি হবে। সারা বছর ধরে অনেকেই যাতে এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারেন, তাই অতিথিরা রোস্টার অনুযায়ী সীমিত সময়ের জন্য এখানে থাকতে পারবেন। ভবনটির অপর অংশ সায়ন্তনের কর্মচারীদের কর্মস্থান ও থাকার ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

সায়ন্তনের ঠিকানা:

সায়ন্তন গাজীপুর জেলার কাশিমপুর উপজেলার, বড়ভবানীপুর অঞ্চলে অবস্থিত। অঞ্চলটি সারাবো নামেও পরিচিত। তবে আরো সহজ পরিচিতি হচ্ছে, সায়ন্তন গাজীপুরের চক্রবর্তীর টেক-এ বেক্সিমকো ইন্ডাসট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন জমির উপর প্রতিষ্ঠিত জনাব ওসমান কায়সার চৌধুরী বাগানবাড়ির এক কোনায় অবস্থিত। আশুলিয়া থেকে বাইপাইল মোড় পেরিয়ে নবীনগর-চন্দ্রা রোড ধরে উত্তরবঙ্গ যাবার পথে, রাস্তার বাঁদিকে ইপিজেড ও ফজিলাতুন্নেসা হাসপাতাল রেখে চক্রবর্তীর টেক পর্যন্ত এসে ইউটার্ন নিয়ে বেক্সিমকোর মোড় নিতে হয়। তারপর বেক্সিমকোর সামনের রাস্তা ধরে প্রায সোয়া কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই রাস্তার ডানপাশে ওসমান কায়সার চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে ঢোকার গেট। ভেতরে ঢুকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সায়ন্তনে পৌঁছাতে হয়।

ঢাকা অফিস ও যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর:

মিসেস নাসিমা পারভিন, বাড়ি ৭, রোড ১৭, ব্লক সি, বনানী, ঢাকা-১২১৩. মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১৮১৯১৩৩২,

ইমেল: sayantan.foundation@gmail.com।

ওয়েবসাইট: https://www.sayantan.foundation